



উম্মরানী মাকাসিদ

প্রফেসর ড. মাজেন হাশেম

অনুবাদ

আলী মোর্শেদ সানি



ইসলামী চিন্তা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট
معهد التفكير والبحوث الإسلامي
Institute of Islamic Thought and Research

সূচিপত্র



আমাদের কথা	০৭
অনুবাদের কথা	১১
উমরানী মাকাসিদ	১৭
দ্বীনের সংরক্ষণ ও তার বিশ্বদৃষ্টির পরিশুদ্ধি	১৮
• দ্বীনের বুঝাপড়ার ক্ষেত্রে বিভ্রান্তি	১৯
• হুতুল	১৯
• তাজসীদ	২২
• অস্তীন্দ্রিয় জাতীয়তাবাদ	২৩
• দাহরিয়্যাহ	২৪
নফস ও তার বুদ্ধিবৃত্তির সংরক্ষণ ও ইসলাম	৩২
• ইখলাস	৩৩
• তাওয়াক্কুল	৩৫
• সবর ও মুজাহাদা	৩৬
• ইলম ও শিক্ষার্জন	৩৭
• নফসের পরিশুদ্ধি, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ	৪৩
পারিবারিক ব্যবস্থার সংরক্ষণ ও সামাজিক ব্যবস্থার পরিশুদ্ধি	৪৪
• সাকান	৪৫
• পারস্পরিক সহযোগিতা	৪৯
• নসীহত	৫১
• ইসলাম	৫৪

সম্পদের সংরক্ষণ ও জীবিকার পরিশুদ্ধতা	৫৭
• ব্যক্তিগত মালিকানা	৫৮
• তাদাওয়ুল	৬৩
• সক্ষমতা ও সংরক্ষণ	৬৫
• ই'তাক	৬৭
রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার সংরক্ষণ ও শাসনব্যবস্থার উৎকর্ষতা	৭০
• আদালত প্রতিষ্ঠা	৭১
• শূরা	৭৮
• কর্তৃপক্ষ ও রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদোহ	৮৪
• জিহাদ	৯০
• তা'আরুফ ও বালাগ	৯২
সমাপিকা	৯৪

আমাদের কথা

১.

মাকাসিদ আশ-শরীয়াহ ইসলামী জ্ঞানচর্চার এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র, যেখানে শরীয়তের হুকুম-আহকামের অন্তর্নিহিত হিকমত, মানবতার কল্যাণ এবং দ্বীনের সামগ্রিক উদ্দেশ্য নিয়ে দীর্ঘকাল ধরে আলোচনা হয়েছে। ইমাম জুওয়াইনি, ইমাম গাজ্জালী থেকে ইমাম শাতিবী পর্যন্ত বহু আলেম এই আলোচনাকে সমৃদ্ধ করেছেন। বিশেষত দ্বীন, নফস, আকল, নসল ও সম্পদের হেফাজতকে কেন্দ্র করে মাকাসিদের যে ক্লাসিক্যাল কাঠামো গড়ে উঠেছে, তা পরবর্তী ইসলামী জ্ঞানচর্চায় গভীর প্রভাব রেখেছে।

কিন্তু মানবসমাজ স্থির নয়। মানুষের জীবনযাপন, সামাজিক প্রতিষ্ঠান, অর্থনৈতিক সম্পর্ক, রাজনৈতিক কাঠামো, নগরায়ন, প্রযুক্তি এবং রাষ্ট্রের কার্যপরিধি ক্রমাগত পরিবর্তিত হয়েছে। ফলে একটি প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবেই সামনে আসে-শরীয়তের মৌলিক উদ্দেশ্যগুলোকে পরিবর্তনশীল সমাজ ও সভ্যতার এই বৃহত্তর বাস্তবতার মধ্যে আমরা কীভাবে বুঝবো? মাকাসিদ কি কেবল ব্যক্তিগত হুকুম, নির্দিষ্ট মাসয়ালা কিংবা ফিকহী প্রয়োগের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করবে, নাকি মানুষের সামগ্রিক সামাজিক ও সভ্যতাগত জীবনকেও তার আলোচনার মধ্যে নিয়ে আসবে?

‘উমরানী মাকাসিদ’-এর প্রয়োজনীয়তা মূলত এই জায়গাতেই। ইবনে খালদুনের ‘উমরান’ ধারণা মানুষের সামষ্টিক জীবন, সামাজিক সম্পর্ক, প্রতিষ্ঠান, অর্থনীতি, রাজনীতি ও সভ্যতার গঠনকে একটি পরস্পরসম্পর্কিত বাস্তবতা হিসেবে দেখতে শেখায়। এই উমরানী দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে মাকাসিদি চিন্তার সংযোগ ঘটালে শরীয়তের উদ্দেশ্যগুলো আরও বিস্তৃত সামাজিক বাস্তবতার মধ্যে পাঠ করা সম্ভব হয়। তখন দ্বীনের হেফাজত শুধু বিশ্বাসের ব্যক্তিগত পরিসরে সীমাবদ্ধ থাকে না, নফসের হেফাজত কেবল জীবনরক্ষার

প্রশ্ন থাকে না, সম্পদের হেফাজতও শুধু ব্যক্তিগত মালিকানার সুরক্ষায় আটকে থাকে না। বরং এগুলোর সঙ্গে মানুষের চিন্তা, আখলাক, পরিবার, সমাজ, জীবিকা, প্রতিষ্ঠান, রাজনৈতিক ব্যবস্থা এবং সভ্যতার সামগ্রিক গতিপ্রকৃতিও যুক্ত হয়ে যায়।

প্রফেসর ড. মাজেন হাশেমের উমরানী মাকাসিদ গ্রন্থটি এই বিস্তৃত দৃষ্টিভঙ্গিকে সামগ্রিকভাবে ফুটিয়ে তোলার একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রয়াস। তিনি ক্লাসিক্যাল মাকাসিদী কাঠামোকে বাতিল করার চেষ্টা করেননি; বরং তার ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে উমরানী বাস্তবতার আলোকে সেটিকে পুনর্বিন্যাস ও সম্প্রসারণ করেছেন। ইমাম শাতিবীর মাকাসিদ চিন্তা এবং ইবনে খালদুনের উমরানী দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে সংযোগ ঘটিয়ে তিনি এমন একটি কাঠামো সামনে এনেছেন, যেখানে ব্যক্তি ও সমাজ, আখলাক ও প্রতিষ্ঠান, সম্পদ ও রাজনীতি, স্বাধীনতা ও দায়িত্ব, শূরা ও আদালত—সবকিছুকে একটি বৃহত্তর সভ্যতাগত সম্পর্কের মধ্যে বোঝা যায়।

২.

এই গ্রন্থের একটি বিশেষ দিক হলো, এখানে সমাজকে বিচ্ছিন্ন কয়েকটি ক্ষেত্রের সমষ্টি হিসেবে দেখা হয়নি। মানুষের বিশ্বাস ও বিশ্বদৃষ্টি তার আকল, আবেগ, আচরণ ও আখলাককে প্রভাবিত করে। আবার ব্যক্তির এই গঠন পরিবার, সামাজিক প্রতিষ্ঠান, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড এবং রাজনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে প্রতিফলিত হয়। একইভাবে অর্থনৈতিক বৈষম্য সামাজিক স্থিতিশীলতাকে দুর্বল করে, রাজনৈতিক অব্যবস্থাপনা জ্ঞানচর্চা ও জীবিকার ওপর প্রভাব ফেলে, আর সামাজিক সংহতির অবক্ষয় রাষ্ট্রীয় কাঠামোকেও দুর্বল করে তোলে। উমরানী মাকাসিদের মূল শক্তি এখানেই—এটি মানবজীবনের এসব ক্ষেত্রকে স্বতন্ত্র বিষয় হিসেবে না দেখে, একটি পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যে বিবেচনা করে।

ফলে গ্রন্থটিতে পরিবার, ফিতরাত, তা‘আরুফ, নসীহা, ইসলাহ, ওরফ, শূরা, যাকাত, ওয়াকফ, স্বাধীনতা, আদালত, রাষ্ট্রীয় বৈধতা, রাজনৈতিক সংস্কার ও সামাজিক স্থিতিশীলতার আলোচনা বিচ্ছিন্ন প্রসঙ্গ হিসেবে হাজির হয়নি। বরং প্রত্যেকটি বিষয়ই মানুষের সামগ্রিক জীবনকে সুশৃঙ্খল, আখলাকসমৃদ্ধ ও আদালতপূর্ণ করে তোলার বৃহত্তর লক্ষ্যটির সঙ্গে যুক্ত হয়েছে।

গ্রন্থটির আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো, লেখক পরিবর্তনশীল বাস্তবতাকে

মাকাসিদি চিন্তার একটি অপরিহার্য উপাদান হিসেবে বিবেচনা করেছেন। শরীয়তের মূল উদ্দেশ্য অপরিবর্তিত থাকতে পারে, কিন্তু সেসব উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিক পদ্ধতি সময়ের সঙ্গে পরিবর্তিত হয়। আধুনিক নগরজীবন, জনসংখ্যার ঘনত্ব, রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের বিস্তার, নতুন অর্থনৈতিক কাঠামো, যোগাযোগব্যবস্থা কিংবা সম্পদ উৎপাদনের নতুন পদ্ধতি—সবকিছুই নতুন সমস্যা ও প্রশ্ন তৈরি করে। এসব প্রশ্নের উত্তর দিতে হলে কেবল অতীতের কাঠামো পুনরাবৃত্তি করলেই চলে না; বরং মাকাসিদের আলোকে নতুন বাস্তবতাকে বুঝতে হয় এবং প্রয়োজন অনুযায়ী নতুন প্রাতিষ্ঠানিক রূপ নিয়ে চিন্তা করতে হয়।

এই জায়গায় উমরানী মাকাসিদ শুধু মাকাসিদ আশ-শরীয়াহর একটি নতুন শ্রেণিবিন্যাস হাজির করে না; বরং ইসলামী চিন্তাকে সমাজ ও সভ্যতার বাস্তব প্রশ্নের সঙ্গে নতুনভাবে যুক্ত করার একটি পদ্ধতিও সামনে আনে। বর্তমান মুসলিম সমাজের সংকটকে কেবল রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক কিংবা সামাজিকভাবে আলাদা আলাদা সমস্যা হিসেবে না দেখে, সেগুলোর মধ্যকার সম্পর্ক অনুধাবনের ক্ষেত্রেও এই দৃষ্টিভঙ্গি গুরুত্বপূর্ণ।

৩.

বাংলা ভাষায় বইটির প্রকাশ আমাদের জন্য বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের জানামতে, ‘উমরানী মাকাসিদ’ নিয়ে বাংলা ভাষায় এটিই প্রথম স্বতন্ত্র কাজ। একই সঙ্গে ‘উমরানী মাকাসিদ’ পরিভাষাটি এই গ্রন্থের মাধ্যমেই প্রথমবারের মতো বাংলা ভাষায় একটি সুসংহত চিন্তার ধারণা হিসেবে সামনে আসছে। ফলে এটি শুধু একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ নয়; বাংলা ভাষায় মাকাসিদি চিন্তার আলোচনায় নতুন একটি ধারণা ও নতুন একটি পরিসর যুক্ত করারও প্রচেষ্টা।

ইসলামী চিন্তা ও গবেষণা ইন্সটিটিউটের প্রকাশনা কার্যক্রমে আমরা এমন কাজকে বিশেষ গুরুত্ব দিতে চাই, যা ইসলামী জ্ঞানতাত্ত্বিক ঐতিহ্যের সঙ্গে সমকালীন বাস্তবতার সংলাপ তৈরি করে। বাংলা ভাষায় মাকাসিদ আশ-শরীয়াহ নিয়ে কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাজ ইতোমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে, কিন্তু উমরান, সমাজ ও সভ্যতার বৃহত্তর বাস্তবতার সঙ্গে মাকাসিদের সম্পর্ক নিয়ে স্বতন্ত্র ও বিস্তৃত আলোচনা এখনো অনুপস্থিত। সেই শূন্যতার জায়গা থেকেই এই গ্রন্থ প্রকাশে আমরা আগ্রহী হয়েছি।

গ্রন্থটি অনুবাদ করেছেন তরুণ গবেষক ও অনুবাদক আলী মোর্শেদ সানি। ইতিপূর্বে তাঁর অনুবাদে প্রফেসর ড. মোহাম্মদ হাশিম কামালীর ‘মাকাসিদ আশ-শরীয়াহ : কী ও কেন’ ইসলামী চিন্তা ও গবেষণা ইন্সটিটিউটের প্রকাশনা বিভাগ থেকে প্রকাশিত হয়েছে। সেই ধারাবাহিকতায় এবার বাংলা ভাষায় যুক্ত হচ্ছে মাকাসিদের আরও বিস্তৃত উমরানী ও সভ্যতাগত পাঠ। বর্তমান গ্রন্থে একদিকে রয়েছে মাকাসিদ ও উসূলের নিজস্ব পরিভাষা, অন্যদিকে সমাজবিজ্ঞান, অর্থনীতি, রাজনীতি ও সভ্যতাগত চিন্তার ভাষা। ফলে অনুবাদের ক্ষেত্রে মূল বক্তব্যের যথার্থতা বজায় রাখার পাশাপাশি এসব ধারণাকে বাংলা ভাষায় স্বাভাবিক ও বোধগম্য করে তোলাও গুরুত্বপূর্ণ ছিলো। অনুবাদ ও সম্পাদনার বিভিন্ন পর্যায়ে আমরা সেই ভারসাম্য রক্ষার চেষ্টা করেছি।

আমরা আশা করি, এই বই পাঠকের কাছে কেবল ‘উমরানী মাকাসিদ’ নামে নতুন একটি পরিভাষার পরিচয় দেওয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না। বরং মাকাসিদ আশ-শরীয়াহকে আমরা কীভাবে পড়ি, পরিবর্তনশীল সমাজে শরীয়তের উদ্দেশ্যগুলোকে কীভাবে বুঝি এবং ইসলামী চিন্তার আলোকে সমাজ ও সভ্যতার পুনর্গঠন নিয়ে কীভাবে নতুন করে চিন্তা করতে পারি, সেসব প্রশ্নেও আত্মহ সৃষ্টি করবে। বিশেষত মাকাসিদ আশ-শরীয়াহ, উসূল, ইসলামী চিন্তা, সমাজবিজ্ঞান এবং সভ্যতার পুনর্গঠন নিয়ে আগ্রহী পাঠক ও গবেষকদের জন্য গ্রন্থটি গুরুত্বপূর্ণ একটি সংযোজন হবে বলে আমরা আশা করি।

অনুবাদ কিংবা সম্পাদনায় অনিচ্ছাকৃত কোনো ত্রুটি পাঠকের দৃষ্টিগোচর হলে আমাদের অবহিত করার অনুরোধ রইলো। বাংলা ভাষায় নতুন একটি চিন্তার পরিসর নির্মাণের ক্ষেত্রে পাঠকের পরামর্শ ও সমালোচনা ভবিষ্যৎ সংস্করণকে আরও পরিশীলিত করবে। মহান আল্লাহ এই প্রচেষ্টাকে কবুল করুন, আমাদের জ্ঞানকে কল্যাণকর করুন এবং উমরান, মাকাসিদ ও ইসলামী সভ্যতার প্রশ্নগুলোকে আরও গভীরভাবে পাঠ, অনুধাবন ও বিকশিত করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

সাঁদ মুসান্না

অক্টোবর, ২০২৬

উত্তরা, ঢাকা

উমরানী মাকাসিদ

উমরানী মাকাসিদের আলোচনার পূর্বে সংক্ষিপ্ত করে মাকাসিদ আশ-শরীয়াহর পরিচয় দেওয়াটা প্রয়োজন। মাকাসিদ আশ-শরীয়াহ বলতে শরীয়াতের সেই সামগ্রিক উদ্দেশ্য, হিকমত ও মাসলাহাতসমূহকে বোঝায়, যেগুলোর মাধ্যমে মানুষের দ্বীন, নফস, পরিবার ও সমাজ, সম্পদ এবং রাষ্ট্রীয় জীবনসহ মৌলিক ক্ষেত্রগুলোর হেফাজত, বিকাশ, ইসলাম ও সংস্কার সাধিত হয়। ইসলামী শরীয়াতে উদ্দেশ্যই হচ্ছে এসব বিষয়কে হেফাজতের নিশ্চয়তা দেওয়া, যাতে করে এই পৃথিবীতে একজন মানুষ তার ইলাহী দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করতে পারে।

এখানে উমরানী মাকাসিদের বিষয়টিও বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। উমরানী মাকাসিদ মূলত পাঁচটি মৌলিক ক্ষেত্রের সুরক্ষা, বিকাশ ও পরিশুদ্ধিকে সামনে রাখে। যথা :

- দ্বীনের সংরক্ষণ এবং তার বিশ্বদৃষ্টির পরিশুদ্ধি;
- নফসের সুরক্ষা এবং মানুষের পূর্ণ মানবসত্তার বিকাশ;
- পরিবারের সংরক্ষণ এবং সমাজের সংশোধন ও সংস্কার;
- সম্পদের সুরক্ষা এবং জীবিকার উৎকর্ষ সাধন;
- রাষ্ট্রীয় কাঠামোর সংরক্ষণ এবং শাসনব্যবস্থার সংস্কার।

বিদ্যমান গ্রন্থটিতে উমরানী মাকাসিদের এই পাঁচটি বিষয়কে সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

দ্বীনের সংরক্ষণ ও তার বিশ্বদৃষ্টির পরিশুদ্ধি

দ্বীন মানবজীবনের শ্রেষ্ঠ পথপ্রদর্শক এবং সকল বিষয়ের মূল কেন্দ্রস্থল ও রূহ। এটি এমন এক সুসংহত কাঠামো, যার মাধ্যমে মানবজীবনের প্রতিটি ক্ষেত্র সুশৃংখল এবং সুদৃঢ়ভাবে পরিচালিত হয়; যা মানুষকে এমন সব বিভ্রান্তি ও পথভ্রষ্টতা থেকে রক্ষা করে, যা তার জীবনকে বিপথগামী করতে পারে। দ্বীন ভুল ব্যাখ্যা ও বিকৃতির কবলে পড়তে পারে, তাই দ্বীনের সঠিক উপলব্ধির জন্য সতর্ক তত্ত্বাবধান প্রয়োজন; অন্যথায় তা ভ্রান্তি ও বিচ্যুতির কারণ হতে পারে। তাই মানুষের এমন ঈমান অর্জন করা প্রয়োজন, যা কোনো ধরনের ভুল ব্যাখ্যা কিংবা বিভ্রান্তি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। আর এজন্য প্রয়োজন সেসকল বিষয়ের গভীর অধ্যয়ন এবং পর্যালোচনা, যা দ্বীনের বোঝাপড়াকে সঠিকভাবে ফুটিয়ে তুলবে। এখানে একই সঙ্গে নফসের তায়কিয়াহর পদ্ধতি, অর্থাৎ ব্যক্তির আত্মশুদ্ধির উপায়গুলো নিয়েও আলোচনা করা আবশ্যিক, যাতে করে কোনো সংযোজন ও বিয়োজন ছাড়াই তাওহীদের পবিত্রতা এবং দ্বীনের বোঝাপড়ার বিশুদ্ধতা অক্ষুণ্ণ থাকে। একইসাথে বিভিন্ন হুকুম-আহকামের ব্যাপারে বিদ্যমান ভ্রান্তধারণা যথাযথভাবে ব্যাখ্যা করা দরকার। পাশাপাশি মানুষের মননে ‘আসমাউল হুসনা’ বা আল্লাহর গুণবাচক নামসমূহের প্রতি গভীর অনুধাবন জাহ্রত করা প্রয়োজন, যাতে তাঁর নাম ও গুণাবলির মর্মার্থ সেই ব্যক্তির জীবনে পরিপূর্ণভাবে প্রতিফলিত হতে পারে।

প্রথম উমরানী মাকাসিদ হলো দ্বীন ও তার বিশ্বদৃষ্টির হেফাজত। এর মৌলিক ভিত্তি তাওহীদ, যা মানুষের সামগ্রিক বিশ্বদৃষ্টি গঠন ও বিন্যাসে গভীর প্রভাব ফেলে। মানুষ কীভাবে চিন্তা করবে, বাস্তবতাকে কীভাবে বুঝবে, কার্যকারণ সম্পর্ককে কীভাবে মূল্যায়ন করবে এবং বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে সিদ্ধান্তে পৌঁছাবে-এসবের পেছনেও তাওহীদের প্রভাব কাজ করে।